উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন কাব্যতীর্থ

মহোদয়ের শ্রীপাদপঙ্কজেষু।

মহাত্মন

ভবদীয় অমৃতময় উপদেশাবলীতে শৈশব হৃদয়ের যে সুকোমল জ্ঞান-লতিকা সামান্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল, আজ তাহার সৌরভবিহীন কুসুমরাজি পূর্ণ 'ভারত-বিধবা' লইয়া আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলাম। মনীষিগণের মানস উদ্যানে যে সৌরভময় বিবিধজাতি প্রসূনরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে তাহার তুলনায় এই অকিঞ্চিৎকর কুসুমহার ভবদীয় শ্রীচরণে অঞ্জলি দেওয়ার উপযুক্ত হ। কিন্তু দেব। মানসরঞ্জন কুসুমরাজি কোথায় ইব? বাল্যকালে ঘোর দারিদ্র্য-পীড়নে অনন্ত জ্ঞান-ারাবারের বিন্দুমাত্রও আমার ক্ষুদ্র মানসকাননে সিঞ্চিত হয় নাই, তাই আজ মানসকাননে শুষ্কপ্রায়। সেই শুষ্ককাননে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই আজ আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।

বশম্বদ

শ্রীরাধাবিমল দাস।

শুদ্ধি-পত্র।

—:※:—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৬	রমনী	রমণ
২৮	৫	স্বর্গ	সং
৪৫	২০	হিনতেজ	হীনতেজ
৫০	১৯	নিচাসন	নীচাসন
৫৩	৯	স্বর্গ	সং
৬০	১০	ত্যাজি	ত্যজি
৯৮	১৩	আঁখি	আঁখি

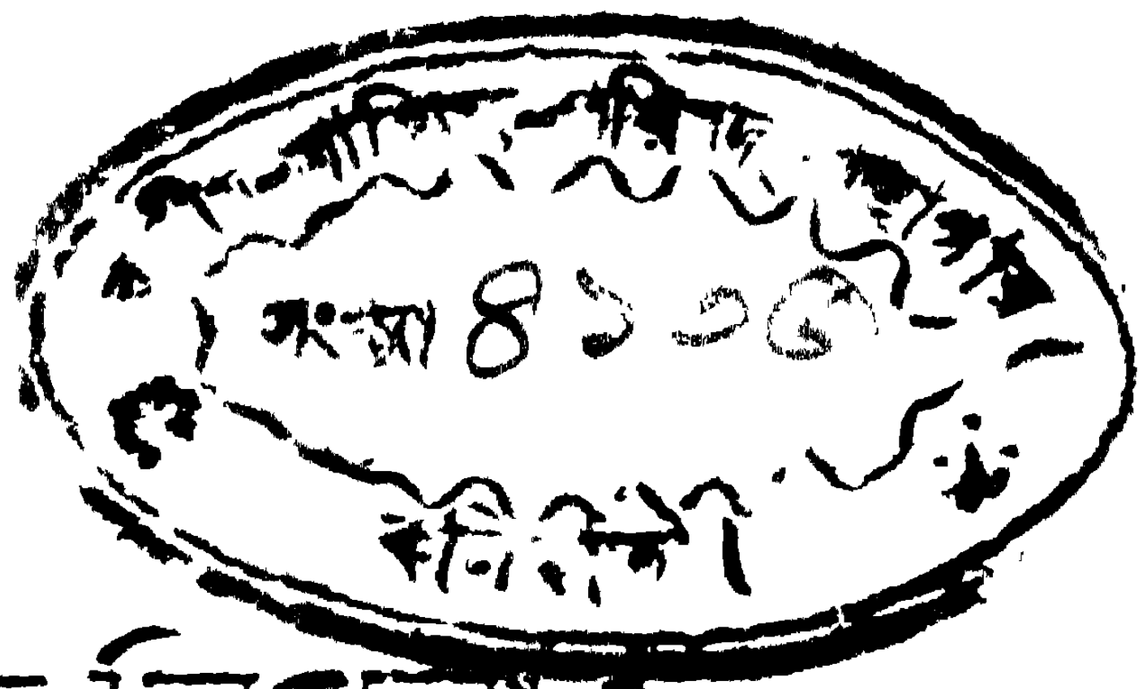

সংখ্যা ৪১১৩৫

ভারত-নির্ঝরিণী

সুনীল অম্বর তলে
অসংখ্য তারকা জ্বলে
মিটি মিটি কি সুন্দর! সৌন্দর্য্যের খনি,
কেন্দ্রে শুভ্র পূর্ণশশী,
সুবিমল কররাশি
বিস্তারিয়া নীরবেতে হাসায় অবনী।

সুধাংশু-কিরণ যেন
রজতের আভরণ;
তাহাতে সাজায়ে দেহ চঞ্চল গমনে
কল কল কল নাদে
আপন গৌরব-মদে
মাতিয়া তটিনী চলে সাগরের পানে,

বিচ্ছেদ আকুল প্রাণে
প্রিয়পতি সম্ভাষণে;
হয়েছে অধীরা তাই আপনার মনে

সাগর পতির তরে
আশায় হৃদয় ভ'রে
মৃদু হাসি মুখে ধায় একাকী নির্জ্জনে।
দুর্ম্মতি অনিল তায়
ঈর্ষাভরে ক্ষুব্ধ প্রায়,
তটিনী-গমনে বাধা দিতে প্রাণপণে
স্বন্ স্বন্ স্বন্ স্বরে
পথ অবরোধ করে ;
তটিনী ফণিনী প্রায় গম্ভীর গর্জ্জনে
উঠায়ে তরঙ্গ-ফণা,
ক্রোধেতে ব্যাকুল মনা,
অনিলে কাতর করে ভীষণ দংশনে ;
ভয়েতে বিহ্বল প্রায়
অনিল ফিরিয়া যায়,
আবার মুহূর্ত্তে আসে নির্লজ্জ বদনে।
বিমুখ হইয়া তথা,
আপনার প্রবলতা
বিস্তারিতে সুকোমল কুসুম নিকরে,
পবন পাগল প্রায়
নাচায় কুসুমকায়
দলগুলি হেলি পড়ে ধরার উপরে।

সুচঞ্চল সমীরণ।
বলে করি নির্য্যাতন
হরিয়া সুগন্ধিরাশি কুসুম হইতে
মাখায়ে আপন অঙ্গে
হরষে, চলিল রঙ্গে
দিগন্তরে স্বন্ স্বন্ স্বরে তথা হ'তে।

আতঙ্কে শঙ্কিত প্রাণ
কুসুম পাইল ত্রাণ
বিষম বিপদ হ'তে নিজ ভাগ্য বলে,
পুনঃ হয়ে সমুন্নত
পাইল মধুর কত
প্রকৃতি-মঙ্গল-গীতি অতি কুতূহলে।

পার্শ্বে শ্বেত হর্ম্ম্য রাজি
মনোহর বেশে সাজি
চন্দ্রমার শুভ্রকরে, আছে দাঁড়াইয়া;
ঝক্ ঝক্ কি সুন্দর!
ভাতিছে উজ্জ্বলতর
দরশনে যায় যেন আঁখি ঝলসিয়া।

সেই শ্বেত হর্ম্ম্যতলে
মানবের কোলাহলে
মুখরিত চারিদিক, আনন্দের ধারা

বরাঙ্গ ভূষণ হীন,
মলিন, বিবর্ণ, দীন,
ষোড়শী যুবতী এক বসিয়া নির্জ্জনে,
সন্তাপে তাপিত প্রাণ
নাহি তার বাহ্যজ্ঞান
বিষাদ-কালিমা-রেখা সুচারু বদনে।

যেন পূর্ণকলা শশী
রাহু অকাতরে গ্রাসি
রেখেছে আবৃত করি সুবিমল জ্যোতিঃ,
ম্রিয়মান মুখছবি,
যেন কিবা মনে ভাবি
গাইছে বিষাদ-গীতি বিষাদেতে মাতি।

তাহার করুণ স্বরে
যেন হৃদে স্তরে স্তরে
উছলিল অগণিত দুঃখের লহরী,
দাঁড়াইয়া সঙ্গোপনে
শুনিলাম একমনে
গাইছে বিধবা বালা স্বীয় দুঃখ স্মরি—

আমিরে অনাথা, হৃদয়ে আমার
দুঃখ-হুতাশন, ভীষণ, দুর্ব্বার
জ্বলিছে সতত, কে আছে আমার,
অবনী ভিতরে—সান্ত্বনা পাব ?

অসীম জীবন-মরু-পারাবার,
মরীচিকা-মায়া সহচরী তার;
পাপ পরিপূর্ণ তায় এ সংসার,
পদে পদে সদা বিপদ ঘটে।

কাহারে বলিব মরম বেদনা?
কে বুঝিবে হায়, বৈধব্য-যাতনা;
নিরাশ্রয়া আমি অভাগী ললনা,
অকূল বিষাদ-সাগর-তটে।

হায়, কাল, তুমি নির্দ্দয় হইয়া,
লয়েছ আমার পতিরে কাড়িয়া;
মুহূর্ত্তেক তরে দাওনা ছাড়িয়া,
দেখে ল'ব আমি নয়ন ভ'রে।

মিটেনিক সাধ কভু এ জীবনে,
কিবা সুখ ভবে স্বামী-দরশনে
নাহি জানি আমি, সংসার-ভবনে
বৃথা এ জীবন কপাল ফেরে।

দাও দাও ছাড়ি করিতে মিনতি,
একবার দেখি স্বামীর মূরতি;
এ পোড়া পরাণ জ্বলে দিবারাতি,
ভেঙ্গেছে কপাল যেদিন হ'তে।

সহেনাক' আর কোমল পরাণে,
কেননা সৃজিল বিধাতা পাষাণে—
এ বিষ-মূরতি, জড় উপাদানে,
হ'ত না বিষাদ দুর্ব্বল চিতে।

বিবাহ-সময়ে হেরি একবার
ও প্রেম মূরতি স্বামিন্ তোমার,
ভেবেছিনু মনে তুমিই আমার
হৃদয়-দেবতা জীবন ভরে,

তোমার প্রণয়-প্রীতি-সরোবরে,
খেলিব সাঁতার বাসনা অন্তরে
ছিল, গেলা চলি ত্যজিয়া আমারে,
এ পাপ জগতে, অনন্ত দূরে।

যখন ছিলাম কেবল বালিকা,
অথবা কিশোরী কোমল কলিকা,
নাহি বুঝিতাম এই প্রহেলিকা,
ব্রীড়া-ভরে সদা ছিলাম নত।

কতই আদরে করিয়া ধারণ,
করিতে সস্নেহে কপোল চুম্বন ;
শিহরিত কায়, পুলকে মগন,
তোমার পরশে হইত চিত্ত।

নাহি কটু কব তোমারে কখন,
লজ্জা, অভিমান দিব বিসর্জ্জন ;
তুষিব তোমায় অমূল্য রতন !
অভাগী রমণী করুণা যাচে।

কই, কই, নাথ ! আসিলেনা আর ?
ঘুচিবেনা বুঝি এ দুঃখ আমার ;
কেন্দেছি বান্দিব সখে ! অনিবার,
বহিব জীবন বিষাদ-ভার ;

শুনি লোকমুখে স্বরগে গমন
করেছ, কোথায় সে দেশ, কখন
দেখি নাই চক্ষে, না জানি কেমন,
একবার গেলে ফিরে না আর।

নীলিমা সুন্দর ওই নভঃস্থল ;
ভাস্কর, চন্দ্রমা, তারকা সকল,
করিছে সতত কিবা ঝল্ মল্,
ওই স্বর্গ-রাজ্য বুঝিবা হবে ;

অনন্ত নক্ষত্র—অনন্ত ভাস্কর,
কিবা তার তেজ, গতি ভয়ঙ্কর !
অনন্ত ধরণী,—গ্রহ সহচর,
বিরাট ব্যাপার এ বিশ্ব ভবে।

পূর্ণ চন্দ্রমালা ঘন নীলাম্বরে,
ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া প্রদক্ষিণ করে ;
কি মধুর শোভা ধরা-বক্ষ পরে,
মনোমুগ্ধকরী সন্তাপহরা !

অপূর্ব্ব ধরণী, অপূর্ব্ব মানব,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব বিভব ;
দয়া, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, পুণ্য সব
রয়েছে হোথায় জগৎ ভরি।

পুণ্য সেই ভূমি, পুণ্য দরশন,
পুণ্য কোলাহল, পুণ্য আচরণ,
পুণ্য রীতিনীতি, পুণ্য প্রাণগণ,
আছে পুণ্য যেন জগৎ জুড়ি।

নাহি দ্বেষ, হিংসা, নাহি কোন পাপ,
নাহিক দুষ্কৃতি, নাহি মনস্তাপ,
নাহি শোক জরা, অথবা সন্তাপ,
কিবা সেই স্থান আনন্দময় !

আনন্দ-প্রকৃতি সুরবালাগণ,
অবিরত পুণ্য প্রেমেতে মগন ;
নাহিক তথায় পাপ প্রলোভন,
সদানন্দে চিত্ত প্রমত্ত রয়।

যখন ভারতে করিলে প্রচার,
"পতি সহ মৃত্যু" হইবে না আর ;
জিজ্ঞাসিতে যদি সাধ্বীকে তোমার,
বসি ধীরভাবে মন্ত্রণা-ছলে।

বলিত নিশ্চয় রমণী রতন,
বিধবা নারীর বেদনা কেমন ;
কাটাতে দুঃখের অনাথা জীবন,
করিতে উপায় সকলে মিলে।

গিয়াছে ফুরায়ে সেদিন এখন,
বৃথা কেন আর করিছি রোদন ?
ছিল রমণীর অদৃষ্ট-বিধান,
হে ভারত বাসি(ন্) তোমার করে।

যে পুণ্য বিধানে অশ্রু না ঝরিল,
অনাথা নারী না জীবন্ত পুড়িল ;
বৃথা সে বিধান ; বুঝিবা ডুবিল,
সভ্যতা, পাণ্ডিত্য অতলনীরে,

তাই এ কঠোর বিধানের বলে,
রেখেছ বান্ধিয়া বিধবা মণ্ডলে
কঠিন, কঠিন-লৌহের শৃঙ্খলে,
ভীষণ আগারে আঁধার ময়।

ইংলণ্ড প্রদেশ ;—ধরা কেন্দ্রস্থল,
শাসিছে অর্দ্ধেক পৃথিবী মণ্ডল,
অদ্ভুত ক্ষমতা, কিবা মহাবল,
সমগ্র মেদিনী সন্ত্রাসে কাঁপে:

আছেন তথায় রাজ-রাজেশ্বর,
গৌরব মণ্ডিত, যেন দিবাকর
মধ্যাহ্ন কালীন, অত্যন্ত প্রখর,
বিচলিত সব তাঁহার তাপে

তোমার শাসনে কোটী কোটী নর,
সম্রাট ! লভেছে শান্তি-সুধাকর,
জন কত নারী ভারত-ভিতর,
কেবল মরমে দহিয়া মরে,

দুঃখের কাহিনী বলিব কি পিতঃ ?
একেত কোমল রমণীর চিত,
তাহাতে কঠোর বিধানে পীড়িত,
আঁখি-অশ্রুমালা সতত ঝরে ।

বল পিতঃ, বল কতকাল আর,
সহিবে বিধবা বালা দুঃখ-ভার,
হেন নিষ্ঠুরতা, ঘোর অত্যাচার,
মানব-হৃদয়ে কভবা সহে ?

কেন্দেছি অনেক, কত বা কান্দিব,
এ শোক-সঙ্গীত কতবা গাইব,
শোক-অশ্রুনীর কতবা মুছিব,
দর দর ধারা সতত বহে।

ছিল পূর্ব্বে পিতঃ, হেন বর্ব্বরতা,
সভ্য ইউরোপে দাসত্বের প্রথা ;
কান্দিল পরাণ, পেয়ে মনে ব্যথা
গর্জ্জিয়া উঠিলে সিংহের রবে ;

চমকিল দেশ, চমকিল ধরা,
দাস-ব্যবসায় করিত যাহারা,
সশঙ্ক হৃদয়ে পলাইল ত্বরা,
অদৃশ্য হইল 'দাসত্ব' ভবে।

ভারত-বিধবা তরে কি তেমনি,
উঠিবে হুঙ্কারি বীরত্বের খনি ?
অশ্রু সম্বরণ হইবে অমনি
অনাথা বালার নয়ন কোণে,

আবার হাসিবে ওই চারুমুখে,
গাইবে মধুর প্রীতি ভরা বুকে ;
শুনিবে জগৎ প্রেম-গীতি সুখে,
হায়রে, আমার দুরাশা মনে।

সদা ম্রিয়মাণ ; বিষাদের ছায়া
কি ঘোর কালিমা রেখেছে মাখিয়া
কমল আননে ; এ দৃশ্য দেখিয়া,
তোমার হৃদয় দ্রবেনা দুঃখে ?

অভিনু জনম যখন ভূতলে,
ওই স্নেহ-বুকে কেন বা ধরিলে ?
পাষাণ হৃদয়ে কেননা বধিলে ?
ফুরাত তখন(ই) সংসার খেলা,

ফুরাত জীবন দুঃখের আমার,
পুড়িত না হৃদি করি হাহাকার,
নিভিত জ্বলন্ত অনল দুর্ব্বার,
সহিতে হ'তনা এ হেন জ্বালা ;

স্নেহ-মায়া মুগ্ধ হৃদয়ে যাহায়,
পালিলে যতনে এ দীর্ঘ সময় ;
বল বল মাতঃ, জিজ্ঞাসি তোমায়,
কোন প্রাণে সেই যত্নের ধনে,

স্নেহ-বৃন্ত হতে সজোরে টানিয়া,
অনায়াসে তুমি ফেলিলে ছিঁড়িয়া ?
জ্বলন্ত পাবকে আহুতি করিয়া,
বসিয়া দেখিছ নিশ্চিন্ত মনে ?

দেখ দেখ মাতঃ, দেখনা চাহিয়া.
আহার্য্য পানীয় লয়েছে কাড়িয়া,
গাত্র-আভরণ বলে ছিনাইয়া
হরেছে দুরন্ত সমাজ বিধি।

জগৎ মাঝারে আমি একাকিনী
বিষাদ সাগরে দিবস যামিনী;
কে আছে আমার? অনন্ত দুঃখিনী,
হারায়েছি সব স্বজন-নিধি।

নাহি পিতা-মাতা, নাহি বন্ধুজন,
নাহি সহোদর, নাহি পতিধন;
সকলই মৃত; জননী, এখন,
দাঁড়াইব বল কাহার কাছে?

গিয়াছে সকলে ত্যজিয়া আমায়,
মুহূর্ত্তেক তরে ফিরে নাহি চায়;
ভারত জননি! তুমিও হেলায়,
না চাহিবে যদি, কে আর আছে?

বলনা আমায়, বলনা জননি!
তুইকি হইলি কঠিন পাষাণী
তাই যে নীরব আছিস্ অমনি,
নাবহে অন্তরে করুণা-ধারা?

প্রবল, ভীষণ উচ্ছ্বাসে ভাসায়ে,
ভূ-পৃষ্ঠ হইতে লউক মুছায়ে
সন্তান-আবাস ; মুহূর্ত্ত সময়ে
হউক বারিধি বারিতে লয় ;

অথবা জননি, স্নেহের মূরতি,
বিধা হও তুমি মম এ মিনতি ;
চিরকাল তরে করিব বসতি
তোমার গরভে, তিমিরময়।

অপার্থিব সুখ-মহাপারাবারে,
ভাসিব সতত প্রফুল্ল অন্তরে,
ভ্রমেও কখন এপাপ সংসারে
না রহিব আমি, অভাগী নারী ;

আত্ম-সুখে অন্ধ এ মানবগণ,
কভুকি যাতনা করিবে দর্শন
বিধবা বালার ? বৃথা আকিঞ্চন
আশার আশ্বাসে ভুলিয়া করি !

রয়েছ নীরব কেন গো জননি !
অনাথা বিধবা, অনন্ত দুঃখিনী
তব বক্ষে আমি অভাগী রমণী,
ধারেক রাখিয়া মুহূর্ত্ত তরে

দেখনা,—নয়নে সদা অশ্রুমালা,
বিষাদ-সন্তাপে সতত আকুলা,
কতবা সহিব এ ঘোর জ্বালা
সুদীর্ঘ জীবন কালের তরে ?
ত্যজি নীরবতা করুণার খনি,
উঠিল স্নেহের ভারত-জননী ;
কহিতে লাগিল সুমধুর বাণী—
জান আমি সব ভারত বালা !

যে দারুণ শোক হৃদয় মাঝারে
জ্বলিছে সতত বলিব কাহারে ?
আছে কি সন্তান মম বক্ষপরে ?
বিফল আমার সংসার-খেলা।

আছে কি জীবনী-শকতি আমার ?
তাই এ ভীষণ সন্তাপ তোমার
চক্ষুর নিমিষে করি প্রতিকার,
মুছা'ব সলিল নয়ন হতে ;

অবোধ সন্তান নয়ন মুদিয়া,
বিলাসের মোহে রয়েছে মাতিয়া,
রহিয়াছি শ্রান্ত সতত ডাকিয়া,
কভু না জাগিবে এ নিদ্রা হ'তে।

নিম্নে উপত্যকা ভূমি বক্ষে নিঝরিণী
ঝরিতেছে অবিরত ঝর ঝর ঝরে,
মধুর উদাস মূর্ত্তি, মানস মোহিনী
বিরাজে জলদপ্রায় শৈল-কলেবরে।

খরতর অংশুমালী অবসন্ন দেহে
পশ্চিম গগন-পট করিয়া রঞ্জিত
সিন্দূরে, চলিছে ধীরে অস্তাচল গৃহে,
হ'তেছে অবনী ক্রমে আঁধারে আবৃত।

রজত-ধবল-শশী গগন ভাতিয়া
উদিছে পূরব-প্রান্তে ধীরে ধীরে ধীরে,
প্রিয়-সমাগম হেরি ধরণী হাসিয়া
আদরিছে সযতনে ভাসি প্রেম-নীরে।

কুসুম-কলিকাদল নিভৃত কাননে,
অনাদরে ; গরবিণী অভিমান-ভরে
সুশীতল সমীরের মৃদু পরশনে,
ধরণী জননী-অঙ্কে যেন হেলি পড়ে।

নাহি জন মানবের সম্বন্ধ সে দেশে ;
অপূর্ব্ব মূরতি, কিবা ঔদাস্য-আগার ;
প্রকৃতি সাজিয়া যেন উদাসিনী বেশে
প্রফুল্ল অন্তরে সদা করিছে বিহার।

নিভৃত, গম্ভীর সেই রমণীয় স্থানে
একটি কুটীর ক্ষুদ্র পরিপাটী অতি
শৈলপাশে ; অপ্রশস্ত পবিত্র প্রাঙ্গণে
বসিয়া আছেন কোন মানব সুমতি ;—

দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুরাশি বদন মণ্ডলে
শোভিছে, কুঞ্চিত রেখা প্রশস্ত ললাটে
যেন চিন্তাক্লিষ্ট ; সেই নিরজন স্থলে
নাহিজানি কিবা চিন্তা জাগে হৃদি-তটে।

বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় ভাতিছে উজ্জ্বল,
যেন দীপ্তি-শিখারাশি আসিছে ছুটিয়া
পরশিতে মানবের হৃদি-অন্তঃস্থল,
স্তম্ভিত প্রকৃতি যেন সে মূর্ত্তি হেরিয়া

নির্জ্জন পার্ব্বত্যদেশে নীরব সকল,
গম্ভীর, ভীষণ যেন শ্যামল প্রকৃতি,
নীরবে, উন্নত শিরে ভূধর অচল ;
সহসা উদিল এক রমণী-মূরতি।

নাহিক যৌবন-ভাতি শরীরে তাহার,
কমনীয় কান্তি যেন গিয়াছে চলিয়া
চিরতরে, সে মাধুরী আসিবেনা আর,
ভঙ্গুর, নশ্বর দেহে কখন(ও) ফিরিয়া।

আছিল মাধুর্য্য যেন অতীত জীবনে,
গিয়াছে ধ্বংসের পথে এবে সে মাধুরী
ঘোর পাপ অত্যাচারে, প্রমোদ-কাননে
বিশুষ্ক লাবণ্য-লতা, নারী সহচরী।

মলিন বরণ কান্তি, শীর্ণ দেহখানি,
হয়েছে শ্রীভ্রষ্ট ওই বদন মণ্ডল
কি দারুণ অনুতাপানলে নাহি জানি,
শুকায়ে রয়েছ যেন ফুল্ল শতদল।

রয়েছে বিস্তৃত সেই সুবিশাল আঁখি,
নাহিক কটাক্ষ তার, বঞ্চনা-সম্পাত
হয় না যুবক-বক্ষে, বিষণ্ণতা মাখি
রয়েছে, মানব-হৃদে করেনা আঘাত।

দাঁড়ায়ে রমণী হোথা তাপসের পাশে;
ত্যজি নীরবতা ধীরে, 'প্রণমে চরণে
এ অভাগী, দেব!' বলি করুণার আশে,
চাহিয়া রহিল স্থির বিষণ্ণ নয়নে।

ভাতিল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিশাল নয়নে,
তপস্বীর, তীব্রদৃষ্টি স্থাপি বামা পানে
জিজ্ঞাসিলা স্নেহভরে, 'কে তুমি ললনে?
কি উদ্দেশ্য বল তব হেথা আগমনে?

হারাইল সে অভাগী কুহকে আমার
জীবন সর্ব্বস্ব ধন, আত্মজ রতনে।
বুঝ নাই কভু দেব, হেন অত্যাচার,
অসহ্য, কঠিন অতি মাতার জীবনে।

যেই ঘোর নারকিনী বিলাস-ভবনে,
ঘৃণিত কলুষে মগ্ন রয়েছে সতত,
কভু পুত্র-স্নেহধারা অমীয় সেচনে,
করে কি হৃদয়-মরু তাহার প্লাবিত?

যেই স্নেহময় পিতা শ্রমি চিরদিন
কায়ক্লেশে করিয়াছে সন্তান পালন;
বার্দ্ধক্য জীবনে সেই উপায় বিহীন
হতভাগা মানবের করেছি হরণ

যুবক তনয়ে আমি। পদাঘাত করি
সন্তান কর্ত্তব্যকর্ম্মে, ছিল কায়মনে
নিযুক্ত সেবায় মম; কি পাপ চাতুরী,
খেলিয়াছি অবিবেক যুবকের সনে।

সতী রমণীর একমাত্র পতিধনে,
কভু বা কাড়িয়া, এই নরক আগারে
রেখেছি প্রফুল্লচিত্ত; বাক্ প্রবঞ্চনে,
রেখেছি ডুবায়ে তারে বিস্মৃতি-সাগরে।

জ্ঞানের জ্যোতিঃতে যার চিত্ত জ্যোতির্ম্ময়,
অনায়াসে পারে স্বীয় চিত্ত প্রশমিতে
আপন বিবেক বলে,—মহৎ হৃদয়,
নাহি প্রু বিচলিত পাপের ঈঙ্গিতে,

দেখি,—হেন জ্ঞানী জন কুটীল জগতে
মানি পরাজয় ঘোর জীবন-সমরে,
শক্তি স্বরূপিণী নারী আশ্রয় লভিতে
নিতান্ত ব্যাকুল হৃদে সদা বাঞ্ছা করে।

শক্তি স্বরূপিণী নারী সংসার আলয়ে ;
ভ্রমিছে মানবগণ সতত ধরায়
জীবন-সমরে মাতি, জয়-পরাজয়ে
অনুক্ষণ ঘটিতেছে শক্তি অপচয়,

অবসন্ন দেহ কিম্বা উদাস অন্তরে ;
অমনি আসিছে ছুটি বিদ্যুৎ গতিতে
শকতি অজ্ঞাতসারে নর-কলেবরে
নারী হ'তে, যেন শ্রান্ত বীরে উত্তেজিতে।

হেন শক্তি যে সমাজ চরণে দলিয়া
করিছে পেষণ সদা, বুঝিবে কেমনে
হে দেব ! সংসার স্রোতে চলিছে ভাসিয়া
সে শক্তির ধর্ম্ম সদা পাপ-নিকেতনে ?

যে কোমল মাতৃ-অঙ্কে হইল রক্ষিত
কমনীয় দেহ মম জনম হইতে,
যে অমূল্য স্নেহ-রসে ছিলাম জীবিত,
হে দেব, কঠোর অতি বিধির বিধিতে
ত্যজিনু মুহূর্ত্তে হায়! হ'লাম আশ্রিত
জনৈক কিশোর-পদে; জনমের তরে
সুখশান্তি যশঃ মান মানব-বাঞ্ছিত
সমর্পিল এ অভাগী সে কিশোর-করে।

জনমি পৃথক ভাবে কোমল লতিকা
তরুবর পাশে যথা, কাল সহকারে
মিশিয়া বিটপীসনে, নয়ন রঞ্জিকা
অপূর্ব্ব মিলন শোভা ধরায় বিস্তারে,

তেমনি সময়ে আমি মিশি পতিসনে
হারানু স্বাতন্ত্র্য মম; কিছু কালতরে
খেলিলাম কত খেলা সংসার-কাননে,
ভাসিলাম দোঁহে মোরা আনন্দ-সাগরে।

বসিয়া উভয়ে মিলি সরসীর তীরে
হেরিতাম মনসাধে অপার কৌতুকে—
হংস-হংসী প্রেমভরে সুবিমল নীরে
খেলিত সাঁতার কিবা পরম-পুলকে।

বালিকা-স্বভাব জাত অভিমান ভরে
রহিতাম স্থিরভাবে, বিরস বদনে ;
নাহি জানি কোথা হ'তে পোড়া আঁখিপরে
উপজিত অশ্রুবিন্দু। ভাবিতাম মনে—

কভু না করিব পুনঃ তায় সম্ভাষণ,
কতই যতনে বসি কুসুমের হার
গাঁথিতেছিলাম, নাহি হ'তে সমাপন
লইল হরিয়া ; বাদ সাধিল আমার।

হাসি মুখে আসি পুনঃ করিয়া ধারণ
কমনীয় বাহু মম, তুষিত আমায় ;
দিতাম বিহ্বল চিত্তে মান বিসর্জ্জন,
আবার হ'তাম দোঁহে প্রমত্ত খেলায়।

হায়রে কপাল মম, চকিতে অমনি
ফুরা'ল সাধের খেলা এ ভব সংসারে ;
হারালাম প্রিয়তমে ; হানিল অশনি
বিধাতা রমণী-শিরে নির্ম্মম অন্তরে।

অকালে সকল সাধ গেল ফুরাইয়া ;
পঞ্চমে হৃদয়-তন্ত্রী সতত বাজিত
মধুর ঝঙ্কারে, গেল হায়রে ছিঁড়িয়া
না হইতে শেষ মোর জীবন-সঙ্গীত।

প্রেমের সংসারে মম প্রেমের রতনে
পশিল ভীষণ ব্যাধি,—দুষ্ট দুরাশয়
মহাকাল ; ক্ষীণ দেহ হেরিয়া নয়নে,
শঙ্কায় কাঁপিল মোর চঞ্চল হৃদয়।

ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হেরি পতিধনে
হৃদয়ে আশঙ্কা মম লাগিল বাড়িতে ;
দুরাচার কাল যেন করাল বদনে
চকিতে আসিল মম 'সর্ব্বস্ব' গ্রাসিতে।

মনে সাধ,—প্রিয়তমে হেরিব নয়নে
একাকী বিরলে ; কিন্তু জননী সতত
স্নেহের পুতলীপ্রায় সন্তান রতনে
ধরিয়া আপন অঙ্কে। যেন তাঁর মত—

না পরশে অঙ্গ কেহ ; কি জানি কখন
সুকোমল মাতৃ-স্নেহ-বিচ্যুত করিয়া
কে দুরাত্মা পাপাচার করিবে হরণ
চিরতরে, আর নাহি পাইবে খুজিয়া।

কতবার প্রিয়তম কাতর নয়নে
চাহিল আমার পানে ; যাতনা অপার
অসহ্য হৃদয়ে তার, বুঝিলাম মনে ;
ভাঙ্গিল সে দৃশ্যে যেন হৃদয় আমার।

স্থাপিয়া বিষণ্ণ আঁখি মম মুখ পানে
রহিলা নিস্তব্ধ নাথ ; যেন কি প্রলয়-
আশঙ্কা উদিত তাঁর মানস গগনে ;
শিহরিল কায় মম, কাঁপিল হৃদয়।

প্রসারিয়া ক্ষীণ বাহু ধরিয়া আমায়
কহিলা কাতরে, 'প্রিয়ে !' হায়রে কপাল—
জীবন নাথের সেই শেষ প্রেমময়
সম্বোধন এ দাসীরে ; দুরাশয় কাল

করিল বঞ্চিত মোরে জীবনের তরে
সাধের সে সম্ভাষণ, এখন(ও) শ্রবণে
বাজিছে অহ্বান 'প্রিয়ে' মধুর ঝঙ্কারে ;
পাষাণী জীবিত আমি, ধিক্ এ জীবনে।

ক্ষীণকণ্ঠে নাথ মম কাতর নয়নে
কহিলা সম্ভাষি 'প্রিয়ে' কি বলিব আর ?
এইত জীবন শেষ ; এ ভব-ভবনে
সাধের সংসার-খেলা ফুরা'ল আমার।

দুর্ব্বহ জীবন-ভার ক্ষীণ কলেবরে
বহিতে পারে না আর ; পলকে পলকে
মৃত্যু-বিভীষিকা পশি যেন এ অন্তরে
নির্দ্দেশিছে গতি মম অনন্ত স্বরগে।

জীবনের তুমি মম নিত্য সহচরী
ছিলে এ সংসারে প্রিয়ে! কতই সময়
দিয়াছি যাতনা তোমা কত ছল করি;
ক্ষমা কর আজ মোরে, শেষ অভিনয়।

আর না চাহিব ফিরে চারুমুখ পানে,
আর না শুনিব ওই প্রিয় সম্ভাষণ,
নাহি শিহরিবে দেহ তব পরশনে,
চলিনু তোমায় ত্যজি, বিদায় এখন।'

(সর্ব্বনাশ! একি কথা শ্রবণে পশিল!
কঠিন পাষাণ এই হৃদয়ে আমার
অশনি প্রলয়কারী, কেননা বাজিল?)
হেন নিদারুণ বাক্যে শত শত বার

মানস নয়ন মম হেরিল অদূরে
বিকট প্রলয়ছবি,—কি ভঙ্গিমা তার!
বীভৎস করাল মূর্ত্তি—শরীর শিহরে!
হইল শতধা চূর্ণ হৃদয় আমার।

ক্রমশঃ নিস্পন্দ দেহ, নির্ব্বাক, নিশ্চল,
ঊর্দ্ধদৃষ্টি, কান্তিহীন, বিরস, মলিন,
বিকৃত, বিষাদময় বদন মণ্ডল,
হিনতেজ; পতি মম বাহ্যজ্ঞানহীন।

মনে সাধ অভাগীর,—তুলিয়া যতনে
সে পঙ্কজদলে, তব সুকোমল অঙ্গে
সাজাইয়া প্রেমভরে, আনন্দিত মনে
অতুল মাধুরী তব দয়াশিব রঙ্গে !

উঠ সখে ! একবার দেখনা চাহিয়া
সুনীল অম্বর পানে—সুধাংশু-কিরণে
ভাতিছে অপূর্ব্ব প্রভা জগৎ জুড়িয়া ;
বড় সাধ, এ অভাগী আজ তোমাধনে

সাজা'বে অপূর্ব্ব সাজে মনের হরষে ;
ওই যে নক্ষত্ররাশি আকাশ মণ্ডলে,
বুঝি বা হীরক-খণ্ড শশাঙ্কের পাশে
উজ্জ্বল প্রভায় কিবা ঝিকি মিকি জ্বলে,

খুটিয়া আনিব আমি ; সহস্তে গাঁথিয়া
অমূল্য হীরক-হার,—উজলে আভায়,
প্রাণাধিক ! তব গলে দিব পরাইয়া,
শশাঙ্ক মরিবে লাজে হেরিয়া তোমায় ।'

হায় ! কে শুনিবে দেব, মোর সম্ভাষণ ?
প্রেমের মূরতি দেহ জীবনবিহীন ;
নারীর আশ্রয় ভবে, প্রিয় পতিধন
ত্যজিয়া আমায় কোথা হইল বিলীন ।

শ্মশানে সাজায়ে চিতা পতির কায়ায়
দিলাম পাবক-শিখা ধরায়ে, অমনি
দাউ দাউ রবে অগ্নি জ্বলিয়া ত্বরায়
গ্রাসিল মুহূর্ত্তে মম হৃদয়ের "মণি"।

হইল স্বামীর চিহ্ন অনন্তে বিলীন ;
হ'ল সাঙ্গ অভাগীর সংসারের খেলা
পতিসহ এ জীবনে, অভিনয় হীন
হ'ল দেব! মম হৃদি-রঙ্গ-নাট্য-শালা।

জীবধ্বংসী শ্মশানের ভীষণ প্রকৃতি
লইল অন্তর হ'তে সংসারের ছায়া
অদৃশ্যে কোথায় যেন ; সে ভীম মূরতি
হেরিয়া মুহূর্ত্তে মন শিহরিল কায়া।

[জগতে জীবের হায়! এই পরিণাম?
কেন এ সংসার-মদে মাতিয়া মানব
ধর্ম্মাধর্ম্ম না বিচারি কভু, অবিরাম
প্রমত্ত পূরা'তে স্বীয় বাসনা-বিভব?

দুর্জ্জয় কামনা-বশে কত দুরাচার
দুর্ব্বলে পেষণ করি পাশব আচারে,
সুরম্য প্রাসাদে বসি গৌরব-বিস্তার
করিতেছে অহরহ বিচিত্র সংসারে।

ধনী মানী মানবের বৃথা অহঙ্কার,
বিলাসিতা, মোহাচ্ছন্ন পার্থিব সংসারে,
দরিদ্র জনের ঘোর দুর্দ্দশা অপার
গ্রাসিছ একই লোল রসনা-বিস্তারে।

সে দৃশ্য মানস-পটে প্রতি মানবের
জাগিতেছে অহরহ ভীষণ আকারে,
তথাপি মানব (কিবা মোহ সংসারের !)
রঙ্গ-ছলে করে খেলা পাশব আচারে।

এ পার্থিব মানবের বৃথা রঙ্গ-খেলা,
বৃথা মায়া ভালবাসা, বৃথা অভিলাষ ;
ভীষণ শ্মশান (কিবা বিধাতার লীলা !)
অকাতরে অহরহ করে সব গ্রাস]

সে দৃশ্য হইতে দেব ! ফিরায়ে নয়ন
চাহিলাম একবার প্রকৃতির পানে ;
শ্যামল সুন্দর অতি মানস রঞ্জন ;
মধুর আহ্বান-ধ্বনি পশিল শ্রবণে।

ডাকিল প্রকৃতি মাতা সুমধুর স্বরে,—
আয় লো অভাগী বালা, আয় ঘরে আয়,
কি ফল এখন আর ভাবিলে অন্তরে
ভীষণ শ্মশান-ক্রীড়া পাগলিনী প্রায় ?

সে আহ্বানে ধীরে ধীরে ত্যজিয়া শ্মশান
চলিলাম গৃহমুখে ; হায়রে কপাল,
শূন্য গৃহ হেরি কান্দি উঠিল পরাণ,
উঠিল হৃদয়ে শোক-তরঙ্গ বিশাল।
শূন্য গৃহ—শূন্য ধরা—সব শূন্যময়,
শূন্যময় চারিদিক ; অনন্ত মূরতি
ভীষণ, গম্ভীর যেন অন্ধকার ময়।
বিলীন অনন্ত শূন্যে অনন্ত প্রকৃতি।

দ্বিতীয় স্বর্গ।

গেল দেব ! শোক-স্মৃতি ডুবিয়া সময়ে
বিস্মৃতি-বারিধি মাঝে ; আনন্দ-প্রবাহ
বহিতে লাগিল পূর্ণ বেগে সে আলয়ে,
প্রশমিয়া তীব্রতর শোকের প্রদাহ।

জ্বলন্ত তনয়-শোক পাবক মাঝারে
ঢালিয়া বিস্মৃতি-বারি শাশুড়ী আমার
কাটাল জীবন সুখে মাতিয়া সংসারে ;
মায়ার তরঙ্গ-স্রোত বহিল আবার।

এ পোড়া অন্তর মাঝে অপার যন্ত্রণা
পশিল ক্রমশঃ দেব! এ পাপ সংসারে
সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ সম লাঞ্ছনা, গঞ্জনা
অনুক্ষণ সন্তাপিত করিল আমারে।

বাজিল কঠিন দেব, সেই তিরস্কার
অশনি-সম্পাত প্রায় হৃদয়ে আমার।

যখন ছিলাম সেই পতির আশ্রয়ে,
স্বজন বান্ধবগণ কতই আদরে
তুষিয়া এ অভাগীরে করিত হৃদয়ে
আনন্দ-সঞ্চার নিত্য নিত্য স্নেহ-ভরে।

কভু মম শিরে আলুলায়িত কুন্তল
হেরিলে ননন্দা মম, লাঞ্ছিয়া আমারে,—
(যেন সে লাঞ্ছনে সুধা বর্ষিত কেবল)
বসিত বান্ধিতে বেণী বিচিত্র আকারে।

নানাবিধ আভরণে সাজায়ে আমায়
ধরিয়া চিবুক মম, সুমধুর স্বরে
কহিত কতই,—যেন স্নেহের ধারায়
সৃজিত অপূর্ব্ব প্রেম-তটিনী অন্তরে।

নহে বুঝি সুরলোকে সুরবালাগণ
পবিত্র নির্ম্মল হেন প্রেমেতে মগন।

কহিত ননন্দা মম মৃদু হাসি মুখে,—
'বল্ দেখি, কভু কি লো আলু থালু সাজ
সাজে এ কোমল অঙ্গে ? প্রিয় পতি বুকে
মিশাতে শ্রীহীন দেহ নাহি হয় লাজ ?

চেয়ে দেখ্, আরসীতে দেখ্‌লো এখন—
লাবণ্য-মাধুরী যেন আসিছে ছুটিয়া
দেহ হ'তে তীক্ষ্ণ করে, করিতে হরণ
ধীরতা পুরুষ হতে মানস মোহিয়া।

দূর হ'ক পুরুষের চঞ্চল হৃদয়,
ভুলিবে ও মাধুরীতে রমণী নিচয়।'

ব্রীড়ানত মুখে দেব, ঈষৎ সুহাস
চাপিয়া অধর প্রান্তে, কহিতাম তায়
কৃত্রিম কোপন স্বরে,—'হেন পরিহাস
কোথা শিখেছিলে তুমি ? লজ্জা নাহি পায় ?'

ক্রোধ ভরে তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যজিয়া
কুটিল কটাক্ষ হানি সেই ননন্দায়,
যাইতাম দ্রুতপদে অন্যত্র চলিয়া,
পশ্চাতে ব্যাকুল স্বরে ডাকিত আমায়।

নাহি ফিরে চাহিতাম ননন্দার পানে,
বিরস বদনে রহিতাম অভিমানে।

বিকটা পিশাচী যেন আমি সে আলয়ে
বিভীবিকাময়ী দেব! গ্রাসিতে সবায়
আবির্ভাব মোর তথা; তাই সদা ভয়ে
নীরব সকল(ই) মোরে কেহ না সুধায়।

কভু যদি কোন কাজে কেহ অনিচ্ছায়
কহিত আমায় কিছু; ভাগ্যদোষে মম,
ভীষণ কর্কশ স্বর, তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রায়
হানিত এ পোড়া প্রাণে হে দেব, বিষম।

নিতান্ত অসহ্য তাহা মানব অন্তরে;
নীরবে সকল(ই) সহিতাম অকাতরে।

শাশুড়ীর ননন্দার স্নেহ ও করুণা
হইল অদৃশ্যে লীন যেন মোর ভয়ে,
কষ্টতা, অবজ্ঞা কিম্বা লাঞ্ছনা গঞ্জনা
নিত্য নব শেলসম বাজিল হৃদয়ে।

হেরিলাম চারিদিক মানস নয়নে,—
নাহি কৃপা-বিন্দু তথা অভাগীর তরে,
ঔদাস্য-করাল-ছায়া বিকট বরণে
অনুক্ষণ প্রতিভাত হইল অন্তরে।

অতীত কালের পানে চিন্তা-তরঙ্গিণী
ধাইল প্রবল বেগে ত্বরিত গামিনী।

করিলাম পদক্ষেপ অটল হৃদয়ে
একাকিনী ধীরে ধীরে আঁধারে মিশিয়া ;
হে দেব! মুহূর্ত্ত তরে আবার দাঁড়ায়ে
চাহিলাম গৃহপানে পশ্চাতে ফিরিয়া।

নাহি জানি কি বন্ধন হৃদয়ের সনে
ছিল সে গৃহের, অশ্রু ঝরিল নয়নে।

(হায় গৃহ, একদিন হৃদয় রতন—
পতিসনে খেলেছিনু তোমাতে লুকায়ে ;
ভেবেছিনু—তুমি মম স্বর্গীয় ভবন :
সুরবালা সম সদা প্রফুল্ল হৃদয়ে

নিবাসিব চিরকাল ; কিন্তু মন্দভালে,
সে সুখ ভবন মম, হল পরিণত
ভীষণ মরুতে আজ ; হৃদি অন্তঃস্থলে
অসহ্য যাতনা ঘোর দহিছে সতত।

মাগিছে বিদায় তাই বিষণ্ণ অন্তরে
তব পাশে এ অভাগী জনমের তরে।

উন্নত দণ্ডায়মান বিটপিসকল!
বহুকাল এক ঠাঁই যাপিনু জীবন ;
ধর শেষ উপহার, তপ্ত অশ্রুজল
বিধবার, আর নাহি হবে দরশন!

শিরোদেশে বিকশিত প্রতি পত্র সনে
আবদ্ধ কঠিন অতি স্নেহের বন্ধন
অভাগীর ; তাই তরু, ব্যথিত পরাণে
রয়েছি দাঁড়ায়ে পাশে মেলিয়া নয়ন।

ধর ধর উপহার—তপ্ত অশ্রুজল ;
রাখহে শ্যামল পত্রে মাথায়ে এখন ;
দূর দেশাগত যবে পথিক সকল
আশ্রয় লইবে তলে, করিও বর্ষণ।

ব'ল সে পথিক দলে করুণ ভাষায়—
'ভারত-বিধবা নারী আঁখি অশ্রুনীর
বর্ষিতে ভারতে কোথা(ও) স্থান নাহি পায়,
করিয়াছি তাই অশ্রু-সিক্ত শ্যাম শির।'

চলিনু বিটপিগণ, ত্যজিয়া সকলে
যাতনায়, মর্ম্ম মম দাবানল জ্বলে।

কে তুমি আমার পাশে রয়েছ দাঁড়ায়ে ?
নিশার আসারে সিক্ত প্রফুল্ল প্রসূন ?
ব্যথিত কি তব হৃদি ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে
বিধবার ? মর্ম্মাহত বিষাদে দারুণ ?

বিন্দু বিন্দু বারিকণা তব অশ্রুজল ?
ক্রান্দ তবে মোর সনে মরমে দহিয়া ;

বহে দর দর অশ্রু কপোল বহিয়া
আঁখি হ'তে অবিরত বারিধারা প্রায়,
শোক-স্মৃতি স্নেহরসে সহজে মিশিয়া
যেন অশ্রুধারা সৃষ্টি হয়েছে তথায়।

পূর্ণোচ্ছ্বাসে পুনরায় 'মা—মা' সম্বোধিয়া
অতীত শোকের স্মৃতি দিনু মুছাইয়া।

'কে তুই অনাথা বালা ? তনয়া আমার ?'
কহিলা জননী মম সকরুণ স্বরে—
'কে তোরে সাজা'ল বল্ হেন সাজে, তায়
নাহি কি করুণা-বিন্দু পাষাণ অন্তরে ?

ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি বিন্যাস করিয়া
দিয়াছিনু সিন্দূরের বিন্দু সযতনে
সীমন্তে; পূরব-প্রান্তে নয়ন ধাঁধিয়া
শোভিত অরুণ যেন সুনীল গগনে।

হায়রে কপাল, ইহ জনমের তরে
গিয়াছে মুছিয়া বিন্দু না হেরিব ফিরে।

গলদেশে হেম হার বাহুতে বলয়,
শোভিত মেখলা তোর কটিতট দেশে,
ভাতিত লাবণ্য দেহে মাধুরী ধারায়,
শুকা'য়ে গিয়াছে তাহা পোড়া ভাগ্যদোষে।

গিয়াছে সকলে ত্যজি হায়রে, আমায়
শূন্যময় করি মম হৃদি-নিকেতন,
তপ্ত প্রাণে একমাত্র তুই লো ধরায়
সিঞ্চিতে শান্তির ধারা শান্তি-প্রস্রবণ।

হেরিয়া দুর্দ্দশা তোর, হৃদি-নিকেতন
জ্বলিল বাড়বানলে, প্রচণ্ড, দুর্ব্বার;
শোক-স্মৃতি ঝঞ্ঝাবাতে ঘোর হুতাশন
হইল ভীষণতর, অসহ্য আমার।

অভাগী হৃদয় ধন, বল্ লো আমারে—
এ ঘোর নিশীথে কেন একাকী নির্জ্জনে,
নিরাশ্রয়ে, অতিক্রমি দুস্তর প্রান্তরে
উপনীত হলি মোর পাশে—বিজন কাননে?

সহসা নিশীথে তোর হেন আগমনে
জাগিতেছে বিভীষিকা কত মোর মনে।'

বসিয়া জননী পাশে ব্যথিত অন্তরে
কহিলাম ধীরে ধীরে—গিয়াছে পুড়িয়া
কপাল এ অভাগীর জনমের তরে;
সুখ-রবি অস্তাচলে গিয়াছে চলিয়া।

আর না উদিবে পুনঃ অদৃষ্টগগনে
সুখবালভানু মাতঃ, অনন্ত জলদে *

* নৈরাশ্য।

তেমতি এ অভাগীর পতন ঘটিলে
সৌভাগ্য-গগন হতে, ক্রম নিম্নগতি
হইল হে দেব, রুদ্ধ দুর্ভাগ্য-ভূতলে—
পতনের শেষ সীমা ; হায়রে, নিয়তি—

হারাইনু জননীরে ; যাহার আশ্রয়
কেবল ভরসা মম এ ভব-সংসারে ;
নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিধি, পাষাণ-হৃদয়,
হরিল মাতায় দেব, কঠিন অন্তরে।

দুর্ব্বল-দলন বুঝি প্রকৃতি-নিয়ম ;
তাই দগ্ধ হল পুনঃ দুর্ভাগ্য বিষম।

মৃত্যু-শয্যা পরি যবে জননী আমার
আহ্বানিলা ক্ষীণ স্বরে, ব্যাকুল অন্তরে
উপজিয়া দ্রুতপদে, নিকটে তাহার
বসিনু ; কহিলা মাতা কম্পিত অধরে—

'হায় লো অভাগী, আজ এতদিন পরে
জীবন-প্রদীপ মম বুঝিবা নিবিল,
সন্তপ্ত হৃদয়-বহ্নি অনন্ত সাগরে
অনন্ত কালের তরে শীতল হইল।

একমাত্র চিন্তা মম অন্তিম সময়ে—
নিরাশ্রয়া হতভাগী, এ ভব সংসারে,

না রহিল কেহ তোর ; কাহার আশ্রয়ে
নিবাসিবি শূন্য গৃহে হারায়ে আমারে।'

বলিতে বলিতে দেব মুমূর্ষ মাতার
হ'ল রুদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠ, কপোল তিতিয়া
বহিল নয়ন-ধারা ; সে দৃশ্যে আমার
বিষণ্ণ হৃদয় যেন পড়িল ভাঙ্গিয়া।

দুর্ব্বল, কম্পিত কর চিবুকে আমার
স্থাপি স্নেহ ভরে ধীরে, চাহি মোর পানে,
কহিলা আসন্ন মৃত্যু জননী আমার—
'লো অভাগী, ছিল সাধ, হেরিয়া নয়নে

সুখ-শান্তি-অঙ্কে তোরে শান্তি স্বরূপিণী
ত্যজিব এ ধরাধাম ; কিন্তু ভাগ্য দোষে
বিধাতা সাধিল বাদ ; অনন্ত দুঃখিনী
অভাগী জননী তোরে ভাসায়ে নিমিষে

অকূল পাথারে মাঝে ত্যজিল নির্দ্দয়ে ;
হৃদয়ের রত্ন তুই ; কি বলিব আর ?
যে যন্ত্রণা এ অন্তরে অন্তিম সময়ে
নাহি বুঝি সীমা তার, ঘোর পারাবার।

চলিনু হৃদয়-ধন, তোমায় ত্যজিয়া
চিরতরে, আর নাহি আসিব ফিরিয়া।'

দেখিতে দেখিতে দেব, লইল হরিয়া
করাল কৃতান্ত মোর জননী রতনে,
অবশে ধরণী পরে পড়িনু লুটিয়া ;
অজস্র সলিল-ধারা বহিল নয়নে।

বৃথা সে রোদন দেব! কৃতান্ত শ্রবণে
অভাগীর আর্ত্তনাদ নাহি প্রবেশিল ;
করুণ বিলাপ-ধ্বনি মিশি সমীরণে
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, শূন্যে বিলীন হইল

হারায়ে মাতায়, সেই নির্জ্জন আলয়ে
কটা'নু বিষাদে কাল আমি একাকিনী
বিষম সন্তাপ-জ্বালা ধরিয়া হৃদয়ে
একমাত্র শোক-স্মৃতি অভাগী সঙ্গিনী

পুনঃ মম ভাগ্য দোষে হে দেব, তথায়
নূতন বিপদ এক উপজিল হায়!

গৃহের বাহির কভু হ'লে প্রয়োজনে
দুর্ম্মতি, পাষণ্ড, দুষ্ট পিশাচের দল,
হৃদয় উন্মত্তকারী পাপ-প্রলোভনে
পাছে পাছে সদা মোর ঘুড়িত কেবল।

কুটিল কটাক্ষ আর ঘৃণিত ইঙ্গিতে
প্রকাশিত অন্তরের পাশব বাসনা ;

স্নেহময়ী সখী মম মর্ম্ম যাতনায়
হইত ব্যাকুল চিত্ত ; দুঃখে অশ্রুজল
ভাসিত নয়নকোণে ; সম্বোধি আমায়
'ভগিনী',—অমীয়-ধারা সিঞ্চিত কেবল,

নানা উপদেশে মোর শোকার্ত্ত অন্তর
করিত প্রশান্ত দেব, সে ভগিনী মোর।

ধীরে ধীরে উপজিয়া স্নেহের ভগিনী
অমনি বসিলা পাশে ; হায়রে, যেমন
বিমল শীতল নীরে প্রশান্ত তটিনী
করি স্নিগ্ধ চারিদিকে তপ্ত সমীরণ

করে স্নিগ্ধ তটভূমি ; করিল তেমনি
শীতল এ পোড়া প্রাণ, করুণা আধার
শান্তি-নির্ঝরিণী দেবী সরলা ভগিনী।
জিজ্ঞাসিনু আমি দেব, তায় বার বার—

'কহলো ভগিনী মোরে কহলো আমায়,—
আছে কি এমন স্থান জগতে নির্জ্জন,
মানবের স্পৃষ্ট বায়ু পশে না যথায়,
নাকরে ভাস্কর দেব কর-বরিষণ ?

না রহিব কভু এই মানব-সমাজে
জ্বলন্ত পাপের মূর্ত্তি যথায় বিরাজে'।

স্নেহের ভগিনী মম কহিলা কাতরে—
'যে কামনা এ জগতে জাগে অনুক্ষণ
প্রত্যেক জীবের হৃদে, কভু বেগভরে
দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রীতি, করি বিসর্জ্জন

চঞ্চল মানবগণ হয় পরিণত
পশুত্বে, কহলো মম প্রাণের ভগিনি,
কহলো আমায় সত্য, করিতে সংযত
সে কামনা পারিবি কি দুর্ব্বল রমণী?

মোহিনী সুখের লিপ্সা নিত্য নব সাজে
ভুলায় মানব-চিত্তে; শত শত শত
তোর মত ক্ষুদ্র নারী মানব সমাজে
হইয়াছে পিশাচীর রূপে পরিণত।

অভাগী মানবী তারা, ঘৃণিত সংসারে
খেলে সদা পাপ-খেলা নরকের দ্বারে।

অসম্ভব যদি বাস তোমার হেথায়,
শুনলো ভগিনী মম, ত্যজিয়া এস্থান
চল মোর গৃহে; দোঁহে মিলিয়া তথায়
রহিব পরম সুখে, জুড়াইবে প্রাণ।

একমাত্র ভ্রাতা মম—হৃদয় রতন,
পবিত্র স্নেহের মূর্ত্তি, সরল হৃদয়,

দ্বিতীয় ভগিনী সম করিবে পালন ;
নিরাপদে নিবাসিবে তুমি লো তথায়।

বিপদ সঙ্কুল স্থান ত্যজিয়া এখন
মোর সনে, লো ভগিনি, কর আগমন।'

ক্ষুদ্র পর্ণ গৃহে দেব, একাকী নির্জ্জনে
হেরিতাম জীবনের অতীত ঘটনা
আকুল হৃদয়ে সদা মানস নয়নে ;
বাজিত দারুণ হৃদে কতই বেদনা।

বসিয়া প্রকৃতি-অঙ্কে সমীরণ সনে
মিশা'তাম চিত্তের সে গভীর বেদনা,
কভু বিহঙ্গম সহ বিজন কাননে
গাইতাম উচ্চতানে মরম যাতনা।

মনোহর নীলাম্বর-শোভা নিরখিয়া
রহিতাম কভু মাতি ; এ পোড়া নয়নে
কভুবা জননী মূর্ত্তি, সন্তাপ ভুলিয়া
হেরিতাম মনসুখে প্রকৃতি দর্পণে।

দুষ্টবুদ্ধি মানবের অত্যাচার ভয়ে
গেলাম স্বধাম ত্যজি অপর আলয়ে।

পরিধেয় বাস মম বায়ু সঞ্চালনে
তর তর উড়ে যবে, নয়ন মেলিয়া
অনিমেষে চাহি রহে ; যেন সে বসনে
প্রতিবিম্ব খানি মম রয়েছে পড়িয়া।

যথা ভীম প্রভঞ্জন—প্রলয়ের কাল,
ধায় হুহুঙ্কার করি আপনার বলে,
পাদপ-লতিকা শ্রেণী, তৃণ-পত্রদল
প্রয়াসে রোধিতে গতি কেবল বিফলে ;

তেমতি এ হতভাগ্য—কামনার দাস,
ধাইতেছে অনুক্ষণ কামনা-কুহকে ,
দুর্ব্বল রমণী আমি ; বিফল প্রয়াস
ফিরাইতে মোহ মুগ্ধ উদ্ভ্রান্ত যুবকে ।

আর না রহিব এই মানব-আলয়ে ;
ভীষণ নরক প্রায় অভাগীর তরে ;
এ ছার নশ্বর দেহ অনন্তে মিশায়ে
লভিব অনন্ত সুখ চিরকাল তরে ।

সমাজের অত্যাচার, মানব-গঞ্জনা,
দুষ্টের ছলনা কিম্বা পাপ-আচরণ,
পার্থিব বিলাস-মোহ, রাক্ষসী কামনা,
না করিবে কভু আর মোরে জ্বালাতন ।

পতঙ্গ নিচয় যথা ধায় দ্রুতগতি
স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত ঘোর হুতাশন পানে
তেমতি তোমার ভ্রাতা—হায়, ভ্রান্তমতি,
কামনা দামিনী-মোহে ধাবিত বিমানে।

চাহি মোর পানে সদা উদ্ভ্রান্ত নয়নে
নীরবে প্রকাশে—যেন, আমিই তাহার
জীবনের সুখ নিধি, উপাস্য জীবনে,
প্রাণোপমা প্রিয়তমা প্রেমের আধার।

হৃদয়-সরসী-মাঝে আমি শতদল
কভু ডুবি, কভু ভাসি আশার তরঙ্গে,
বহমান মৃদু সমীরণ সুশীতল—
আকাঙ্ক্ষা অপূর্ব্ব ভাবে খেলে নানারঙ্গে।

ভাবি নিরজনে বসি কতই ভাবনা—
ডুবি যদি একবার প্রলোভন বশে
প্রণয়-সাগরে দোহে, করে কি ধারণা
কোথায় ভাসিয়া যা'ব ভীষণ উচ্ছ্বাসে?

আর না রহিব দিদি, তোমার আশ্রয়ে;
নিবাসি সুদীর্ঘ কাল বুঝিনু বিশেষ,
শান্তিময়, সুখকর পবিত্র আলয়ে
এ অভাগী অশান্তির কারণ অশেষ।'

কহিলা কাতরে সেই স্নেহের মুরতি
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি—কহলো ভগিনি,
অনাথা বিধবা বালা নিরাশ্রয়া সতী,
কেমনে রহিবে কোথা তুমি একাকিনী ?

প্রকৃতি-প্রদত্ত এই যৌবন তোমার
মহাশত্রু এ শরীরে, চিত্ত-মুগ্ধকর ;
আছেকি স্বজন তব, আশ্রয়ে যাহার
অকলঙ্কে, নির্ব্বিপদে সংসার-সাগর

উতরিবে অনায়াসে ? হায়রে কপাল,
নিতান্ত দুরাশা তব ; যেদিকে নেহারি —
অত্যাচার, অবিচার, বিষম জঞ্জাল
চলিছে প্রবল বেগে প্রভুত্ব বিস্তারি।

ভারত-কাননে কত কুসুম-কলিকা—
মধুর ফুটন্ত প্রায় নবীনা কিশোরী,
সুদৃশ্য সরস কত প্রফুল্ল মল্লিকা—
টল মল মূর্ত্তিমতী যুবতী সুন্দরী,

খেলায় প্রকৃতি-অঙ্কে আনন্দে মাতিয়া
আপন গরব ভরে ; দেখলো ভগিনি !
পুরুষ মোহের বশে আপনি ডুবিয়া
ডুবায় পাষাণ প্রাণে দুর্ব্বল রমণী।'

তাই বুঝি, এ ভারতে জীর্ণকলেবর,
লোলচর্ম্ম, জরাগ্রস্ত, অশীতি বরষে
স্বর্গীয় আনন্দ ছবি, প্রেমের আকর,
অজ্ঞান বালিকা ধরি, পাশব হরষে

পত্নীত্বে বরণ করে? সংসার-ভবনে
মৃত্যু-ছায়া-প্রকটিত-বদন স্থবির,
দুর্জ্জয় কামনাবশে, মোহের ছলনে
নিত্য সুখ-স্বপ্ন হেরি আনন্দে অধীর?

আর সে মোহিনী বালা, হারায়ে নিমিষে
মুমূর্ষু স্থবির পতি— অভাগী সম্বল,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা হৃদে, নবীন বয়সে,
আকাঙ্ক্ষিলে স্বামী-সুখ, বল্ মোরে বল্,

হবে কি সে কলঙ্কিনী, সমাজে পতিত?
নিষ্ঠুর, ভীষণ এই কঠিন বিধান
দুর্ব্বল রমণী তরে করিল বিহিত
কোন পাপী, ক্ষুদ্র চেতা, নিতান্ত পাষাণ?

সংসার-সুখের নিধি পত্নী এ ধরায়,
হারা'য়ে মানবগণ নিত্য নব রসে
ডুবিয়া পূরায় স্বীয় বাসনা দুর্জ্জয়
মন প্রাণ-বিমোহন প্রলোভন-বশে;

আর হতভাগ্য বালা বিধবা ভারতে
অজ্ঞান, সরলা মূর্ত্তি, ভাগ্যেতে বিধান
ব্রহ্মচর্য্য—মহাব্রত দুঃসাধ্য জগতে ?
কি বলিব ? সদা দুঃখে জ্বলে এ পরাণ।

'কলঙ্ক কলঙ্ক' রব নাহি ক'র আর,
কহিনু, শুন লো মম স্নেহের ভগিনী,
কে করে কলঙ্ক এই ভারত মাঝার ?
আছে কি মানব হেথা, কহ লো দুঃখিনী ?

আছে কি ভারতে আর সেই আর্য্যগণ,
গাইবে গরবভরে সাম্য মন্ত্র গান,
মাতিবে অনন্ত প্রেমে বিশ্ব প্রাণীগণ
শুনিয়া এ ভারতের সপ্তম সুতান ?

কোথা সেই আর্য্যজাতি বীরত্বের খনি
পতি রথী, স্ত্রী সারথী, দুর্জ্জয় সংগ্রামে ?
শূরত্ব অধার শূর কাঁপায়ে অবনী
করেছিল সুশোভিত বক্ষ জয়দামে।

সেই আর্য্য বংশধর কাপুরুষগণ
দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর করে হয়ে পরাজিত,
ঊর্দ্ধমুখে স্বীয় গৃহে করি পলায়ন
অন্তঃপুর ফেরুপ্রায়, করিল স্থাপিত

ভাবিলাম—কেন বৃথা ভাবিয়া ভাবিয়া
করি এ জীবন পাত ? ভাগ্যের বিধান
যা থাকে, ঘটুক মোর ; আশ্রয় ত্যজিয়া
ভ্রমিব কি পথে চির পথিক সমান ?

রহিনু সকলে মিলি হে দেব, তথায় ;
কিন্তু দুর্নিবার চিন্তা রহিল অন্তরে—
ভীষণ অদৃষ্ট চক্রে না জানি কোথায়
হবে পরিণতি মম এ পাপ সংসারে।

সুনীল আকাশ-তলে অতি মনোহর
ভাসিতেছে চন্দ্র-কলা রৌপ্য খণ্ড প্রায়,
অসংখ্য তারকা পাশে মরি কি সুন্দর
মিটি মিটি জ্বলিতেছে উজলি আভায়।

ভীষণ মার্ত্তণ্ড-তেজ অসহ্য শরীরে
ছিল তাই লুকাইয়া নভঃ অন্তরালে,
আবার সাহসভরে, না হেরি মিহিরে
প্রকাশিছে হেম জ্যোতিঃ নীল নভঃস্থলে।

একাকিনী শূন্যগৃহে অপার কৌতুকে
হেরিতেছি দৃশ্য এই নীরবে বসিয়া,
সহসা ফিরায়ে আঁখি দেখিনু সম্মুখে,
উদ্ভ্রান্ত যুবক সেই আছে দাঁড়াইয়া—

সরস বিস্তৃত আঁখি মেলিয়া বিহ্বলে,
দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা তাহে রয়েছে মিশিয়া ;
নাহি পারে প্রকাশিতে যেন কোন ছলে,
কাঁপিছে অধর-প্রান্ত ঈষৎ দুলিয়া।

বিজড়িত কণ্ঠে যুবা, মুহূর্ত্তেক পরে
কহিলা—'জান কি তুমি এসেছি হেথায়
কি দুরন্ত আশা ধরি আজ এ অন্তরে ?
দুর্ব্বল মানব আমি, ক্ষমিও আমায়।

যৌবন-বিজলী-রেখা সুকোমল দেহে
জ্বলিছে উজ্জ্বল কিবা নয়ন ধাঁধিয়া,
অভাগা মানব আমি, হারা'য়েছি মোহে
আপনা, রক্ষিবে তুমি করুণা করিয়া ?

দিয়াছি এ চিত্ত সপি তোমাতে রমণী,
বহুদিন, কিন্তু মম শরীর শিহরে—
কেমনে সে দুরাকাঙ্ক্ষা—ভীষণ ফণিনী,
লুক্কায়িত অন্তরালে, হৃদয়-বিবরে,

কোমল হৃদয় তব, আসি তব পাশে
জ্বালিব না এ দুরন্ত অনল দুর্ব্বার ;
রহিবে হেথায় তুমি পরম হরষে,
সিঞ্চিবে তোমার হৃদে শান্তি-সুধা-ধার।

ত্যজিয়া এ কারাগার সদৃশ আগার
পশিব বিজন বনে উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে ;
প্রকৃতি ভূষিতা দেখ সৌন্দর্য্যে অপার,
রাখিব অন্তর মম তাহাতে মিশা'য়ে।

সুনীল অম্বরে তব মোহিনী মূরতি
ভাসিবে সুন্দর কিবা, বাহু প্রসারিয়া
ধারণ করিব হৃদে ; তব প্রেমে মাতি
আনন্দ-সাগরে আমি বেড়া'ব ভাসিয়া।

কোকিল-পঞ্চমতানে তব কণ্ঠস্বর
ক্ষরিবে অমিয় ধারা, শুনিয়া শ্রবণে
করিব আনন্দে তৃপ্ত এ কর্ণ-কুহর
নির্জ্জন কাননে বসি শুন চন্দ্রাননে !

সুবিমল সুধাংশুতে তব মুখছবি
দরশিব অনিমেষে নয়ন ভরিয়া,
কভু মেঘ-অন্তরালে লুকালে সে ছবি
বিচ্ছেদ আকুল প্রাণে বেড়া'ব কাঁন্দিয়া।

স্থানে স্থানে তব রূপ আঁকিয়া যতনে
পূরাইব অভিলাষ বিহ্বল অন্তরে,
নিশ্চয় জানিও তুমি চারু চন্দ্রাননে
তুমিই সর্ব্বস্ব মম এ ভব সংসারে।

দাও যদি হৃদে স্থান করুণা প্রকাশি
কহ মোরে, বিম্বাধরে, পিপাসিত আমি;
প্রেম-সরোবর-নীরে চির তৃষা নাশি
করলো সুস্থির মোরে প্রেমময়ী তুমি।

দাঁড়ায়ে তোমার পাশে রয়েছি রূপসি,
নিতান্ত অধীর চিত্তে মুখপানে চেয়ে,
না জানি কমল মুখ কি কথা প্রকাশি
চকিতে হানিবে মম দারুণ হৃদয়ে।

কেন নত ও লোচন ? আয়ত লোচনে !
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রায় বদনমণ্ডল
কেন অবনত ? বল সুচারু বদনে !
অধৈর্য্য মথিছে মম হৃদি-অন্তঃস্থল !'

নীরবিল রূপরাশি-বিমুগ্ধ যুবক
অনিমেষ তীব্রদৃষ্টি স্থাপি মোর পানে ;
সুবিস্তৃত ব্যাধ-পাশে নয়ন রঞ্জক
মৃগ-শিশু বদ্ধ যথা নিভৃত কাননে,

প্রফুল্ল কুসুমপ্রায় চিত্ত বিনোহন
স্বর্গীয় সুধারখনি সন্তান নিচয়ে
সাজাইব কুতূহলে সুখ-নিকেতন,
অতুল আনন্দ-ধারা সিঞ্চিবে হৃদয়ে।

কিন্তু হায়!
আশার সরসা লতা গিয়াছে শুকা'য়ে
নিরাশা মরুর প্রান্তে বহু দিন হতে;
পুনঃ সেই মরুপ্রান্তে সলিল সিঞ্চিয়ে
শুষ্ক লতা মঞ্জরিতা চাহ কি করিতে?

বৃথা আশা এ ভারতে কহিনু তোমায়;
আশ্রিতা তোমার পদে অভাগী রমণী;
কেন পাপ-প্রলোভন-মোহিনী মায়ায়
করিতে তাহায় চাহ তব বিলাসিনী?

ক্ষম তুমি, ক্ষম মোরে, মম এ মিনতি;
একবার ভাবী ছবি মানস-নয়নে
হেরিয়া করহ স্থির সুচঞ্চল মতি;
ভাসিও না, ভাসা'ওনা মোহের ছলনে।'

জীবন-প্রবাহ-বায়ু যেন বক্ষঃস্থলে
ছিল অবরুদ্ধ হায়! কতক্ষণ পরে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি, চাহিয়া ভূতলে,
নতশির, ভ্রান্ত যুবা কহিলা কাতরে-

'কি বলিলে বরাননে ? বিলাসিনী প্রায়
রাখিব তোমায় আমি বিলাসের মোহে ?
নাহি কহ হেন বাক্য, কহিনু তোমায়,
জ্বলন্ত পাবক সম এ অন্তরে দহে।
কহি তোমা, চারুমুখি ! আর এ নয়নে—
এ পাপ নয়নে হেরি ও পূণ্য-মূরতি
করিব না কলঙ্কিত কভু এ জীবনে ;
নাহি ভয়, পুণ্যবতী মূর্ত্তিমতী সতি'।

মুক্তাফল-বারিবিন্দু-সিক্ত-দুনয়নে
বারেক নিরখি মোরে, নিতান্ত কাতরে,
ধীরে ধীরে, অনিচ্ছায় ক্ষোভিত পরাণে
চলিল সরল যুবা বিষাদের ভরে।

হায়রে রমণী-আঁখি ; অমনি ঝরিল
অশ্রুধারা অনিমেষে কপোল তিতিয়া,
দুর্ব্বল রমণী-চিত্ত পশ্চাতে ধাইল
যুবকের, না পারিনু রাখিতে বান্ধিয়া।

উপজি সম্মুখে আমি প্রসারি এ কর
প্রদানি যুবক-করে, উদ্ভ্রান্ত নয়নে
চাহিলাম মুখপানে—আবেশে বিভোর ;
অমনি বীণার তান পশিল শ্রবণে—

প্রণয়-বিমুগ্ধ চিত্ত সরল যুবক
স্বজনের অনুরোধ কভু না শুনিল ;
বিমল মধুর অতি স্নিগ্ধ প্রেমোদক
এ পোড়া হৃদয় মম শীতল করিল।

অবশেষে দুষ্টমতি বান্ধব সকল
ভীষণ চক্রান্ত-জাল করিল বিস্তার
অভাগী রমণী আমি, (কিবা কর্ম্ম-ফল)
হইনু নিমগ্ন পাপ-সিন্ধুতে অপার।

মর্ম্মান্তিক সে কাহিনী ; স্বপনের প্রায়
জাগিছে অন্তরে সব অতীত ঘটনা ;
জ্বলিছে এ পোড়া হৃদে মুহুর্ম্মুহু হায়
ভীষণ ফণীর কাল দংশন-যাতনা।

শুন দেব ! একদিন, প্রায় দিবাকর
অস্তাচল-চূড়াতলে ; তাপিত ধরণী
বিমল আনন্দভরে যেন শ্রান্তিভার
বিরলে করিছে দূর ; চিত্ত-বিনোদিনী

অতুল গগন-শোভা ; কোথায়(ও) সজ্জিত
নীল চন্দ্রাতপে যেন গগন-প্রাঙ্গণ,
কোথায়(ও) বা রক্ত রাগে সুন্দর রঞ্জিত
রক্তবাস পরিহিতা ভৈরবী যেমন।

ছিল সাধ—সে কাহিনী ঘরে ঘরে ঘরে
গা'ব সদা মানবের মরম ভেদিয়া,
উঠা'ব গগনে ধ্বনি অতি উচ্চ স্বরে,
সমগ্র ধরণী হবে নিস্তব্ধ শুনিয়া।

বধির মানবগণ করিবে শ্রবণ,
শুনে নাই কভু যারা বিধবা-বিলাপ ;
না হেরে বিষাদ-দৃশ্য যেই অন্ধগণ
বুঝিবে কেমন ঘোর বিধবা-সন্তাপ।

শুনিয়া ভারতবাসী বিষাদের গান,
বিস্ময়ে, বিহ্বলচিত্তে বুঝিবে হৃদয়ে—
হানিছে বিধবা বুকে মর্ম্মভেদী বাণ
কত শত অহরহ 'সমাজ' নির্দ্দয়ে।

কিন্তু, কিবা ফল আর গাইয়া এখন
সে বিষাদ-শোকগাথা ভারত-মাঝারে,
পাষাণে করিলে যত্নে সলিল-সিঞ্চন
ফুটি কি কমল কভু মাধুরী বিস্তারে ?'

হারাইয়া কূল দেব ! আমি কূলবালা
খুজিলাম কতবার ব্যাকুল অন্তরে
সরল যুবকে সেই, (অহো কিবা জ্বালা !)
এ পোড়া নয়নে আর না হেরিনু তারে।

বুঝি, সেই ভ্রান্ত যুবা উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে
আত্মীয় স্বজনগণে ঘৃণায় ত্যজিয়া
রয়েছে কোথায় (ও) হায়, নির্জ্জনে লুকায়ে ;
আর গৃহমুখে নাহি আসিল ফিরিয়া।

জিজ্ঞাসি তোমায় দেব, কি দোষ আমার,
তাই এ জীবনে মম এতেক দুর্গতি ?
এ পোড়া ভারত মাঝে নাহি সুবিচার ;
না জানি আমার মত, কত শত সতী

দিয়াছে অকূলে ঝাঁপ; সেজেছে আপনি
নয়ন-আনন্দকর মনোহর বেশে
পূতিগন্ধময় হায়, নরকের রাণী—
পাশব লালসা হৃদে মোহের আবেশে।

ধিক্ রে সমাজ বিধি, শত ধিক তোরে,
কে রচিল তোরে বল্ এ আর্য্য-ভারতে,
নিরাশ্রয়া, অন্নহীনা, রমণীর শিরে
অশনি জীবনধ্বংসী সতত হানিতে ?

রে অন্ধ সমাজ, তুমি দেখনা নয়নে,
নিরাশ্রয়া শত শত বিধবা বালিকা,
বিশুষ্ক কুসুম প্রায় নিভৃত কাননে,
সদা ম্লান মুখে, চিত্ত-সন্তাপ-দায়িকা।

সহায় বিহীনা বালা ব্যাকুলা অন্তরে
জঠর জ্বালায় যবে, রে সমাজ বল্,
আছে কি সঞ্চিত কিছু তোর ও ভাণ্ডারে,
লভিয়া নিবারে তার জঠর-অনল ?

কিম্বা আছে প্রতি স্থানে বল্ কত জন
সংযত, পবিত্র অতি, বিকার বিহীন,
অনাথা বিধবা বালা দুর্ব্বহ জীবন
কাটাইবে নিরাপদে তথা চিরদিন ?

হিতাহিত পাত্রাপাত্র না করি বিচার
ধরেছ ভীষণ দণ্ড আপনার করে
নির্য্যাতিতে নারীগণে ; কি বলিব আর,
অশ্রদ্ধেয় তব নীতি সংসার ভিতরে।

বল্‌রে সমাজ বিধি, কতকাল আর,
দুর্ব্বল রমণী শত্রু, ভারত ভিতরে
চলিবে অপ্রতিহত তোর অত্যাচার
এ হেন নিষ্ঠুর ভাবে, কহ না আমারে ?

একবার চাহি দেখ মানস নয়নে,
বিধবা বালার চক্ষে কত অশ্রুধারে ;
না বহে করুণা ধারা তোমার পরাণে,
তাই হেন অত্যাচার নারীর উপরে।

ঝরি দর দর কোটী আঁখি-অশ্রুজল
ভীষণ প্রবাহে সদা, ভারতের বুকে
সৃজিত অপার অশ্রু-সিন্ধু টলমল,
ভাসিছে মানব কত তাহে মনোদুঃখে।

কত বা পাষাণপ্রাণ, নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
বিবেকবিহীন নর, নানাবিধ রঙ্গে,
ভীষণ সিন্ধুর মাঝে—নারী-অশ্রুময়,
কূলে বসি দেখে সুখ-উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে।

পরদুঃখ দরশনে না হয় কাতর
যে পাষাণ, দুরাচার কঠিন হৃদয়,
না জানি, বিধাতা কেন ধরার উপর
করেছে মানবরূপে সৃজন তাহায়।

আত্মসুখ পরায়ণ মানব সমাজে
আর না পশিব দেব, কভু এ জীবনে ;
ভীষণ সন্তাপ-জ্বালা পোড়া হৃদিমাঝে
দহিছে বিষম অতি হায়, প্রতিক্ষণে।

কহদেব ! এ জীবনে যে পাপ সঞ্চিত
করিয়াছি এতদিন বিলাসে মাতিয়া ;
নিতান্ত অসহ্য সেই মানব-ঘৃণিত
পাপের সন্তাপ হ'তে নিষ্কৃতি লভিয়া।

পাব কি আনন্দ-সুধা এ পোড়া অন্তরে ?
কহ দেব, একবার ; অসহ্য আমার
ভীষণ সন্তাপ-জ্বালা ; অবনী ভিতরে
নাহিক অভাগী হায়, মোর সম আর।'

অনন্ত আকাশ পানে স্থাপিয়া নয়ন
কহিলা তাপস ধীরে,—'হও না কাতর,
শুন বামা, হবে তব হৃদি-নিকেতন
শান্তিময় ; এ পৃথিবী শান্তির আকর।

আত্ম-রক্ষা মানবের প্রধান ধরম ;
রক্ষিতে আপনা যদি মানব-চক্রান্তে
ভুঞ্জে ভাগ্যদোষে পাপ-সন্তাপ বিষম,
নহে সে প্রকৃত পাপী, শান্তি লভে অন্তে।

মানব প্রকৃতি—ধর্ম্ম ; চালিত সতত
সমাজ-বিধান-বলে পুণ্যময় পথে ;
কিন্তু সে বিধান যদি হয় পরিণত
অত্যাচারে, কোথা রয় ধর্ম্ম সে জগতে ?

তোমার মানবী ধর্ম্ম দুষ্টের বিধানে
হয়েছে বিপথগামী জানিও ললনে,
কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়া নহ তুমি এ জীবনে,
পুনঃ পুণ্যময়ী হবে পুণ্য-আচরণে।